ভোরের কাগজ

JUN. 26 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা 2 কলাম 7 ...

শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে শা.বিতে অচলাবস্থা

রমা প্রসাদ বাবু, শাবি থেকে : দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে ক্যাম্পাস খুলতে না খুলতেই আবারও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতির ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। শিক্ষকদের কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিনে গতকালও কোনো ক্লাস টার্ম টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ অচলাবস্থার ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘ সেশনজটের কবলে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিরা উপাচার্য বরাবর দেখা করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষকদের লাগাতার পূর্ণদিবস কর্মবিরতিতে ক্যাম্পাসে কোনো বিভাগেই ক্লাস টার্ম টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে বিশেষ সেমিস্টার পরীক্ষা কর্মবিরতির আওতামুক্ত হওয়ায় তা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকায় সারাদিনই ছাত্রছাত্রীরা আসা যাওয়া করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক ছাত্রছাত্রী জানায়, দোষীদের বিচার আমরাও চাই। তবে শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন না করেও তা সম্ভব হতো। এভাবে ছাত্রদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

এদিকে গতকাল শিক্ষক সমিতির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন বলে জানান। তারা বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, শিক্ষকদের প্রহৃত হওয়ার ঘটনার বিচারের জন্য শিক্ষকদের কর্মবিরতি পালন করতে হচ্ছে। শিক্ষকরা অবিলম্বে বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার দাবি জানান। পরবর্তী সময়ে উপাচার্য শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের তার কার্যালয়ে ডেকে কর্মবিরতি স্থগিত করার জন্য অনুরোধ জানান। তবে শিক্ষক প্রতিনিধিরা সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তদন্তের কাজ শেষ না হওয়ায় তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট গতকাল পর্যন্ত উপাচার্য বরাবর জমা দেয়নি। ১৭ মে ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সবার জবানবন্দি না নেওয়ায় তদন্তের কাজ বিলম্ব হচ্ছে বলে জানা যায়। তবে তদন্ত কমিটি বৃহস্পতিবার নাগাদ তদন্তের কাজ শেষ করতে পারবে বলে একটি সূত্র জানায়।

উল্লেখ্য, গত ১৭ মে মদিনা মার্কেট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে ছাত্র-জনতা-পুলিশের ত্রিমুখী সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক ছাত্রসহ প্রক্টর ও দুইজন সহকারী প্রক্টর গুরুতর আহত হন। সে সময়ে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র একজন প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরকে লাঞ্ছিত করে। প্রক্টররা উপাচার্য বরাবরে কয়েকজন ছাত্রের নামে অভিযোগ করেন এবং তাদের বহিঃষ্কার দাবি করেন। সে সকল ছাত্রের বহিষ্কারের দাবিতে শিক্ষকরা ২১ মে কালো ব্যাজ ধারণ করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ এবং ২৮ মে থেকে ৩০ মে অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন। পরবর্তী সময়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে গ্রীষ্মের ছুটি এগিয়ে এলেও ছাত্রদের বহিষ্কার না করায় গত ২৪ মে থেকে শিক্ষকরা পূর্ণদিবস লাগাতার কর্মবিরতি পালন শুরু করেন।

এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির [illegible]রণ, সম্পাদক ড. কবির

● এরপর-পৃষ্ঠা-১১ কলাম ৩

শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে

● শেষের পাতার পর

হোসেন জানান, 'যারা আমাদের মারলো, আবার ক্লাসে বসে উপস্থিতিতে ইয়েস বললো, তাদের কিছু হবে না, এটাতো মানা যায় না। ছাত্রদের সমস্যা আমরা বুঝি, আমাদের এছাড়া এর কোনো বিকল্প ছিল না।'

১৬ মাসের সেশনজট, নানান প্রতিকূল অবস্থা ক্যাম্পাসে। তার ওপর শিক্ষকদের কর্মবিরতি পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে বলে উপাচার্য শফিকুর রহমান ভোরের কাগজকে জানান। তিনি বলেন 'আমি ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধির আজই (গতকাল) কর্মবিরতি প্রত্যাহারের জন্য বলেছি, কিন্তু তারা তাতে কোনো মন্তব্য করেননি। একটা কাজ করতে সময় লাগে, তদন্ত কমিটির সদস্যারা বন্ধে ও ছুটিতে না গিয়ে তদন্তের কাজ করেছেন, সুষ্ঠু তদন্তে যা আসবে তাই-ই হবে।